

বিউবো'র সুবর্ণজয়ন্তী

৩১ মে, ২০২২

মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসুরুল হামিদ এমপি, উপস্থিত সহকর্মীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল। আমি আজকে সত্যিই আনন্দে উদ্বেলিত বোধ করছি। কারণ আমি সেই ভাগ্যবান মানুষ যিনি একটি প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হলো। এই বিরল সুযোগ পাওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রথমে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ইতিহাসের এ মাহেন্দ্রক্ষণে আপনাদের সরব উপস্থিতি আমাদের সকলের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিদ্যুৎ খাতের প্রাচীনতম ও প্রধান প্রতিষ্ঠান, যেটি জাতির জনক ১৯৭২ সালের আজকের এই দিনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালের পরিক্রমায় আজ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড তার সফল যাত্রা অব্যাহত রেখে ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। আমাদের অভিপ্রায়, আগামীতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড শত বছর এবং এর পর শতশত বছর অতিক্রম করুক। ১৯৭২ সালে মাত্র ৫০০ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতা নিয়ে এদেশের বিদ্যুৎ খাতের যাত্রা শুরু যা এখন ২২ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে। বর্তমান সরকারের গত ১৩ বছরে বিদ্যুৎ খাতের উত্থান ছিল অভাবনীয়। ২০০৯ সালের চেয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে প্রায় ৫ গুন। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ২৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৫২। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সকল সূচকেই অবিস্মরণীয় উন্নতি হয়েছে। তবে যেটিতে আমাদের উন্নতি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সকল দেশকে ছাড়িয়ে গেছে তা হলো শতভাগ বিদ্যুতায়ন। বিদ্যুৎ খাতের সকল উন্নয়ন এখাতের সকল দপ্তর/ সংস্থা/ এবং কোম্পানির সমন্বিত প্রয়াসেরই ফসল।

তবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একজন কর্মী হিসেবে আমি গৌরবান্বিত বোধ করি এই ভেবে যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড তার নিজস্ব বিকাশের পাশাপাশি অন্যদের বিকাশেও সহায়তা করে আসছে। বিদ্যুৎ খাতের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই বিউবো'র কর্মকর্তারা কর্ণধার হিসেবে কাজ করছেন। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং যোগান দেয়ার সক্ষমতার জন্য বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে যে ১২ হাজার কর্মী কর্মরত রয়েছে আমি আজকের এই শুভ দিনে তাদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। গত ৫০ বছরে আমাদের অনেক কঠিন সময় পার করতে হয়েছে। আমরা নিজেদের

যোগ্যতায় টিকে থাকতে চাই, উন্নতি করতে চাই এবং সম্প্রসারিত হতে চাই। আমরা সুস্থ প্রতিযোগিতায় আমাদের দক্ষতা দিয়ে, আমাদের কাজ দিয়ে উন্নতি এবং সংহতি নিশ্চিত করতে চাই। ৫০ বছরের এই পরিণত প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতার পর যেমন সকল উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করেছিল, পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে সম্প্রসারণশীল বিদ্যুৎ খাতের থিঙ্ক ট্যাংক হিসেবেও অবদান রেখেছিল। আগামীতেও এগিয়ে যাওয়ার এবং দেশকে এগিয়ে নেয়ার সকল প্রচেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে।

মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মহোদয় গত প্রায় এক দশক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বের কথা উল্লেখ না করলে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে। স্যার সময়ের চেয়ে অনেক ধাপ এগিয়ে থাকেন এবং আছেন। ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা কি এটা আমরা যা বুঝি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তার চেয়ে বেশী বোঝেন। Tech-Savvy প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা মত আমরা এখন ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় নিজেদের transform করছি। এক্ষেত্রে আমরা যত সফল হবো দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ততই সংহত হবে এবং গ্রাহক সেবা নিশ্চিত হবে।

বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে পিডিবি'র কর্মীরা প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে, দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ব শতভাগ নিষ্ঠার সাথে পালন করবে এই পতিশ্রুতি পিডিবি'র ১২ হাজার কর্মীর পক্ষ থেকে আজ আমি ব্যক্ত করছি। তবে এযাত্রায় সকলের সহযোগিতা কাম্য। আমরা যাতে আমাদের দক্ষতা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি তার জন্য মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এবং নীতি নির্ধারক মহল অতীতেও আমাদের পথ দেখিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশায় আমার বক্তব্য শেষ করছি। উপস্থিত সকলকে আবারো পিডিবি'র সুবর্ণজয়ন্তীর এই শুভলগ্নে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।